**একাত্তুরের স্মৃতি, চরম পত্র এবং এম, আর আখতার মুকুল**

যতদূর মনে পরে, সময়টা ৭১ এর জুন বা জুলাই হবে, আমরা ২৫শে মার্চ এর পর পাকিস্তানী তান্ডব থেকে মুক্তি পাবার আশায় ঢাকা থেকে পালিয়ে চাঁদপুর যাওয়ার পর এবং সেখানে ডাকাতের মুখোমুখি হওয়ার পর আবার ঢাকায় ফিরে আসার পর পরই। (২৫শে এপ্রিল ৭১ এ আমরা চাঁদপুর এর শেখদী গ্রামে এক আত্মীয়ের বাসায় অবস্তান কালে ডাকাতের কবলে আক্রান্ত হই। আমাদের সাথে আরো আক্রান্ত হন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী হাশেম খান এবং তার বড় ভাই ডাঃ সোলায়মান খান। ডাকাতরা ডাঃ সোলায়মান খানকে গুলি করে হত্যা করলে আমরা সবাই চাঁদপুর শহরে এবং পরবর্তীতে ঢাকায় ফিরে আসি)।

স্কুল এর পাট চুকিয়ে (ঢাকা ইউনিভার্সিটি সংলগ্ন ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুল যাওয়া খুবই রিস্কি বিধায়, ২৫ শে মার্চ রাতে আমাদের স্কুলের শিক্ষক সাদেক স্যার কে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী হত্যা করে) সারা দিন বন্ধু রুশো'র (সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন এর ষ্টেপ সান) সাথে সুতা মাঞ্জা দেওয়া আর সায়েন্স ল্যাবরেটরীর মাঠে ঘুড়ি উড়িয়ে সময় সুন্দর কেটে গেলেও, সন্ধার পরটা ছিল খুবই বোরিং! পাকিস্তানী টিভি দেখার মত ছিল না। আকাশ বানী আর রাত পোনে আটটায় বি বি সি শুনা ছাড়া আর করার কিছুই ছিল না । মানুষের মন ভরে না, হতাশা কাটে না, বিদেশি রেডিও শুনে।

ঠিক এরকম সময়ে আমরা শুনলাম 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'র কথা এবং সেই সন্ধায়'ই প্রথম শুনলাম 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'র অনুষ্ঠান। শুনলাম বজ্রকণ্ঠ এবং আপেল মাহমুদের গান, 'তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর' আর শুনলাম, অন্য ধরনের এক অনুষ্ঠান 'চরমপত্র'!

একাত্তুরে যখন সমগ্র দেশ হতাশায় নিমজ্জিত, কেউ জানে না কি হচ্ছে, গুজবই ভরসা, সেই সময় 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' সমগ্র জাতিকে আশার বানী শুনাত আর 'চরমপত্র' কাজ করত 'বুস্টার' হিসাবে। আমরা সারাদিন অপেক্ষা করতাম রাতে 'চরমপত্র' আবার নতুন কি বলে! আমার ধারনা ছিল, কোন 'ঢাকাইয়া' লোক এর পাঠক। স্বাধীনতা'র পর সেই ভূল ভাংলো, যখন জানলাম এম, আর আখতার মুকুল নামে এক সাংবাদিক এর রচয়িতা এবং পাঠক ছিলেন এবং ভদ্রলোকের বাড়ি বগুড়া!

৮০'র দশকে বের হলো এম, আর আখতার মুকুল এর সেই বিখ্যাত বই 'আমি বিজয় দেখেছি', যা আমি প্রথম দিন'ই সংগ্রহ করি। এর মদ্ধ্যে অনেক বছর পার হয়ে গ্যাছে। আমারও এক নতুন নেশা হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের ও ৭৫ এর উপর প্রকাশিত সব বই সংগ্রহ করা।

১৯৯৪ সাল, আমরা তখন সিদ্ধেশরীতে থাকি, পাশেই বেইলী রোড'এ 'সাগর পাবলিশার্স', এম, আর আখতার মুকুল এর বইয়ের দোকান। সেখানেই প্রথম দেখি, 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'র সেই কথার যাদুকর 'চরম পত্র'র স্রষ্টা'কে। প্রায় প্রতিদিন সন্ধায় বই কিনার 'উছিলায়' 'সাগর পাবলিশার্স' এ যাই, আসল উদ্দেশ্য 'মুকুল ভাই' এর সাথে চান্স পেলে গল্প করা। যদিও উনি আমার বাবা'র বয়সী, তবুও

যেহেতু  'ন্যাশনাল ফিগার' সেই অজুহাতে সহস করে একদিন 'মুকুল ভাই' বলে ফেলেছিলাম।

প্রায় প্রতি দিনই বই কিনতাম, বইয়ে অটোগ্রাফ নিতাম এবং পরদিন উনার সাথে বইটার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ করতাম, উনার মতামত জানতে চাইতাম, বই এবং লেখক সমন্ধে। একদিন উনাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা তসলিমা নাসরীন, আপনার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছে, রোশনারা নামে এক মহিলা মুক্তিযোদ্ধা মাইন নিয়ে পাকিস্তানী ট্যাংকের নিচে ঝাপিয়ে পরে ট্যাংক ধংস করেছিল"! আমি মুক্তিযুদ্ধের সব বই তন্ন তন্ন করে খুজেছি, কিন্তু কোথায়ও এই ঘটনার সমর্থনে কোন তথ্য পাই নাই। উনি হেসে বললেন, যুদ্ধের সময় মানুষের মনোবল বাড়ানোর জন্য বলেছিলাম। এটা একটা মিথ, ফ্যাক্ট নয়।

এম, আর আখতার মুকুল ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের উপর এনসাইক্লোপেডিয়া! তাই প্রশ্ন করতাম অনেক বিষয় নিয়ে, বিশেষত ৭১'এ তাজউদ্দীন সাহেবের  অবদান আর শেখ মনির ভূমিকা নিয়ে। উনি বলতেন, আমি একটা বই লিখছি, তাজউদ্দীন সাহেবের উপর। নাম 'ভয়ংকর দিনের প্রধান মন্ত্রী'। আমি প্রায়ই জিজ্ঞেস করতাম, কবে বের হবে আপনার 'ভয়ংকর দিনের প্রধান মন্ত্রী'? উনার উত্তর ছিল, সময় হলে, কারন এতে অনেক অজানা তথ্য থাকবে, যা প্রকাশিত হলে অনেকেই আমার উপর অখুশী হবেন।

আমার এক পরিচিত এক নেভি অফিসার (আমার বুয়েট এর রুমমেট, এখন কমোডর), সেই সময়ে আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন'এ কর্মরত ছিলেন। প্রায়ই আমার সাথে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন তথ্য নিয়ে আলাপ করতেন, বিশেষত ৯৬ এর নির্বাচনের পর। একদিন জানতে চাইলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়' এর দ্বায়িত্বে কে ছিলেন? আমি বললাম, চলেন যাই এম, আর আখতার মুকুল সাহেবের কাছে। উনাকে জিজ্ঞেস করলে, উনি বললেন, 'তাজউদ্দিন সাহেব'। সেই ভদ্রলোক আমাকে বললেন, আরে বাব্বা, তুমি এনারে চিন কি ভাবে! আমি বেশ সিরিয়াসলি উত্তর দিলাম, ছোট বেলার থেকেই চিনি, সত্যিই তো তাই,৭১ সাল থেকেই তো চিনি। আমি কখনো বলি নাই যে, উনি আমাকে চিনেন, ৭১ সাল থেকে।

উনার ব্যাক্তিত্ব এমনই ছিল যে, দলমত নির্বিশেষে অনেক রকম মানুষ আসতেন উনার কাছে, একদিন সন্ধ্যায়, ইফতারের ঠিক পরপরই দেখি, ততকালীন বি এন পি'র শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রি শামসুল ইসলাম (যতদুর মনে পরে) এসেছেন উনার 'বইয়ের দোকানে' গল্প করতে!!! আর শিল্পী সাহিত্যিক'রা তো সবসময়ই আসতেন।

অনেক সময়, অন্যরা গল্প করতো আর আমি পাশে দাঁড়িয়ে শুনতাম। কথা প্রসংগে বলতেন, সোহরোয়ার্দী, মাওলানা ভাসানী আর শেরে বাংলা সাহেব এর সাথে বিভিন্ন স্মৃতির কথা। আর আমি অবাক হয়ে ভাবতাম কি রকম বিনয়ী এই ভদ্রলোক, যার মদ্ধে কোন দম্ভ নাই, আমার মত একজন সামান্য পাঠক'কে কত সময় আর সম্মান দিচ্ছেন!

তারপর ৯৬ এ আমি আবার বিদেশে চলে আসি, কিন্তু ঢাকা গেলেই রেগুলার ঢু মারতাম ‘সাগর পাবলিশার্স’ এ। বেশ কয়েক বছর আগের কথা। পড়ছিলাম উনার বই ‘শতাব্দীর কান্ন হাসি’ আর মনে হচ্ছিলো ম্যাক্সিম গোর্কী’র সেই পৃথিবীর পাঠশালা’র কথা। বইয়ের এক পর্যায়ে উনি ৭১ এর মার্চ মাসে পাকিস্তান এর সাথে নিউজিল্যান্ড এর ক্রিকেট খেলা পন্ড হওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন, (‘মা’ উপন্যাসে আনিসুল হক ও পাকিস্তান এর সাথে ইংল্যান্ড এর ক্রিকেট খেলা পন্ড হওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন)। আসলে খেলাটি ছিল পাকিস্তান এর সাথে  কমনওয়েলথ একাদশ এর।

তাই ভাবলাম এবার ঢাকা গিয়ে উনাকে ব্যাপারটা বলতে হবে। ঠিক তার দুই এক দিন এর মদ্ধেই পেপারে পরলাম উনার মৃত্যুর কথা! আমার আর বলা হলো না। পরে আরও জ়নলাম যে, উনার ঢাকায় নিজস্ব কোন জমি বা বাসা ছিল না!! যেই দেশে একজন এম পি বা বড় আমলা পরিচিত থাকলেই ডি আই টি’র প্লট পাওয়া কোন ব্যাপার ছিল না, সেই খানে বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দিন, সোহরোয়ার্দী সাহেব এর এত ঘনিষ্ঠ এবং এত পরিচিত একজন এর ঢাকায়  নিজস্ব কোন বাড়ি নাই, ব্যাপারটা চিন্তা করলেই বুঝা যায় উনি কত সৎ জীবন যাপন করতেন, কতটা নির্লোভ ছিলেন! আমদের দেশে এই রকম সৎ ও দেশপ্রেমিক মানূষ সত্যিই বিরল!

গতকাল ছিল ২৬ শে জুন, শ্রদ্ধেয় এম, আর আখতার মুকুল সাহেবের মৃত্যু বার্ষিকী। দেশের কোটি মানুষের মত আমিও, শ্রদ্ধা আর ভালবাসায় সিক্ত, এম, আর আখতার মুকুল সাহেবের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

সংশোধনীঃ আমার ছাত্র রাজনীতির উপর গত লেখায় সৈয়দ নুরু’কে ততকালীন ছাত্রলীগের সম্পাদক হিসাবে উল্লেখ করেছিলাম, কিন্তু ৭৫ সালে সৈয়দ নুরু’ ঢাকা নগর ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। সৈয়দ নুরু’ র পর মাহফুজ বাবু ঢাকা নগর ছাত্রলীগের সভাপতি হন। আমি এই অনিচ্ছাকৃত ভূলের জন্য ক্ষমা প্রার্থী। আমাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য জনাব কামরুল আহসান খান, ক্যানবেরা ও জনাব কামরুল মান্নান আকাশ, সিডনী কে অসংখ্য ধন্যবাদ।

নাজমুল আহসান শেখ, প্রকৌশলী, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, ২৭ জুন, সিডনী,